দৈনিক বাংলা

তারিখ ... [illegible] MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

74

22

ভার্সিটি খুলে দিন রোজার ছুটি লাগবে না

প্রথম পৃঃ পর

৯ সংগঠন অবরোধ ও সন্ত্রাসীদের [illegible] করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র [illegible] বলেছে, নইলে সন্ত্রাসের কালো থাবা বুমেরাং হয়ে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বকেই আঘাত হানবে।

গতকাল বুধবার ডাকসু ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জোটের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নাজমুল হক প্রধান। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মুশতাক হোসেন, মোস্তাফা ফারুক ও জহির উদ্দিন স্বপন। সাংবাদিক সম্মেলনে শফী আহমদ, নূর আহমদ বকুল, মোশরেফা মিশু, আবদুস সাত্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৯ সংগঠনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয় : নারকীয় সন্ত্রাস ও হুমু হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল মান্নান পদত্যাগ করেছেন। নতুন ভিসি দায়িত্ব নিয়েছেন। এতে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হলেও অন্যান্য বিষয়ের কোন সমাধান হয়নি।

অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়ে ৯ সংগঠন বলেছে, এক মাসেরও বেশি সময় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ অবস্থায় রোজা ও গরমের ছুটি ভোগ করার প্রয়োজন আছে বলে জোট মনে করে না। ঈদুল ফিতরের সময় এক সপ্তাহ ক্লাস বন্ধ রাখা ছাড়া অব্যাহতভাবে ক্লাস ও পরীক্ষা চালু রাখার জন্যে জোট দাবী জানায়। সেশন জট নিরসনে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া ও পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশের পক্ষে ৯ সংগঠন মত প্রকাশ করেছে।

এ প্রসঙ্গে অভিযোগ আরও বলা হয়, ছাত্রী মিছিলে হামলা, বিভিন্ন হলে হামলা ও কনক হত্যার পর কোন বিচার না হওয়ার কারণে সন্ত্রাসীরা আবার দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে রক্তাক্ত উপদলীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে তদানীন্তন ভিসি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দেয়া শুরু করেন।

সন্ত্রাসের সুষ্ঠু বিচার এবং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন বিলুপ্ত হতে চলেছে বলে বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

৯ সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদকে কার্যকর এবং সিনেটকে সচল করার দাবী জানিয়েছে।

ছাত্র ফেডারেশন

গতকাল পৃথক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্র ফেডারেশনও অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া, সকল সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার এবং সিনেট অধিবেশন ডাকার দাবী জানায়।

ডাকসু ভবনে আয়োজিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সরদার ফারুক ও শহীদুল নবী।

ছাত্র ফেডারেশন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস [illegible] জোর দিয়ে বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে।

ফয়জুল হাকিম সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।